ফরায়েজ-এর সহজ পদ্ধতি

ফরায়েজ বা ইসলামী বন্টন ব্যবস্থা :

মৃত ব্যক্তির সম্পত্তিকে ইসলামী বিধি অনুযায়ী বন্টন করাই হলো ফরায়েজ। ফরায়েজ এর হিসাব খুবই সূক্ষ। এ হিসাব অনেকের কাছেই খুব জটিল মনে হতে পারে। কিন্তু সাধারণ কিছু সূত্র জানা থাকলে ফরায়েজ করা কঠিন কিছু নয়। ধবা যাক, কোন মৃত ব্যক্তি তার এক স্ত্রী, দু বোন রেখে মারা গেলেন। তার সম্পত্তির ফরায়েজ বের করার জন্য অত্র অধ্যায়ের স্ত্রী' এর অংশ এবং "সহোদরবোন এর। অংশ দেখে তাতে লিখিত শর্তানুযায়ী যেরূপ হিস্যার ভাগিদার, সেটুকু বের করলেই সমাধান হয়ে গেল। আমিন সার্ভেয়ারকে অবশ্যই ফরায়েজ জানতে হবে। যদি ফারায়েজ সম্পর্কে অজ্ঞতা। থাকে, তাহলে কোন আইনজীবীর নিকট থেকে ফরায়েজ করে এনে সে অনুযায়ী জমি বন্টন করে দিতে হবে।। নিম্নের বিষয়গুলো লক্ষ্য করুন। এ যেন একবারে বীজ গণিতের সূত্রের মতই। কোন মৃত ব্যক্তি তার যে সব ওয়ারিশ রেখে গেছেন, নিম্নের সূত্রাবলী থেকে তাদের অংশ। দেখে নিলেই সমাধান পেয়ে যাবেন। ফরায়েজ অনুযায়ী নিম্নেক্ত সাত ধরনের ব্যক্তি/ ব্যক্তিগণ মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির উত্তরাধিকার পেতে পারে।

(ক) জবিউল ফুরুজ : এদের অংশ কোরআনে পাকে নির্ধারণ করে দেয়া আছে। জবিউল ফুরুজ হলো ১২ জন। তার মধ্যে ৪ জন পুরুষ এবং বাকী ৮ জন মহিলা।। ৪ জন পুরুষ হলো :

(১) পিতা ।

(২) প্রকৃত পিতামহ বা পিতার পিতা বা দাদা এভাবে যত উপরের দিকে হোক।

(৩) বৈপিতৃয় ভাই (ভিন্ন পিতা কিন্তু মাতা এক)।

(৪) মৃত ব্যক্তির স্বামী

৮ জন মহিলা হলো :

(১) স্ত্রী। (২) কন্যা। (৩) পুত্রের কন্যা (যত নিম্নে হোক) (৪) সহদরা ভগ্নি। (৫) বৈমাত্রেয় ভগ্নি (ভিন্ন মাতা, পিতা এক) (৬) বৈপিতৃয় ভগ্নি (ভিন্ন পিতা, মা। এক)

(৭) মাতা।

(৮) প্রকৃত নানী ও প্রকৃত দাদী (এভাবে যত উপরে হোক)

(খ) আসাবা বা মূল ওয়ারিশ : জবিউল ফুরুজদের মধ্যে বন্টনের পর আসাবাগণ সম্পত্তি পাবে ।

(গ) কারণবশতঃওয়ারিশ : এধরনের ওয়ারিশ বলতে বোঝায় দাসত থেকে যে মুক্তি দান করেছে সে এবং তার পুত্র বা ওয়ারিশগণ।।

(ঘ) জবিউল আরহাম :

জবিউল আরহাম হলো অন্যান্য আত্মীয় স্বজন। যদি মৃত ব্যক্তির উপরোক্ত তিন।

কাউকেই পাওয়া না যায় তাহলে জবিউল আরহামদের মধ্যে সম্পত্তি বন্টন করতে হবে।

(ঙ) উপরোক্ত ধরনের কাউকেই পাওয়া না গেলে এমন ব্যক্তির মধ্যে সম্পত্তি ভাগ করে দিতে হবে যাকে মৃত ব্যক্তি জীবিত অবস্থায় ওয়ারিশ বা উত্তরাধিকার বলে। স্বীকার করেছে।

(ছ) মৃত ব্যক্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত উল্লেখিত ৬ ধরনের কাউকেই যদি খুঁজে পাওয়া না। যায় তাহলে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি বলে গণ্য হবে।।

(ক) জবিউল ফুরুজ-এর ৪ জন পুরুষের সম্পত্তি লাভের বিভিন্ন অবস্থা।

(১) পিতা :

পিতা তিন অবস্থায় মৃত সন্তানের সম্পত্তির মালিক হবে।

১ম অবস্থা : মৃত্যের পুত্র বা পুত্রের পুত্র (এভাবে নিম্নের দিকে) থাকলে।

পিতা ছয় ভাগের এক অংশ পাবে।

২য় অবস্থা : যদি মৃত ব্যক্তির পুত্র সন্তান না থেকে কন্যা সন্তান বা পুত্রের ভাবে যত নিম্নে হোক) থাকে, তবে পিতা নির্ধারিত ছয়ভাগের এক অংশ পাবে এবং কন্যা বা পুত্রের কন্যাদের নির্ধারিত অংশ (দেওয়ার পর যা অবশিষ্টথাকবে তাও পিতা আসাবা/ওয়ারিশ হিসাবে পাবে)।

পিতার তৃতীয় অবস্থা : যদি মৃত্যের কোন সন্তান বা সন্তানের সন্তান (এভাবে যত নিম্নে হোক)না থাকে তবে পিতা আসাবা হিসাবে সমুদয়য় সম্পত্তির মালিক হবে।

(২) দাদা :

দাদা সাত অবস্থায় মৃত্যের সম্পত্তির মালিক হবে।

দাদার প্রথম অবস্থা : মৃত্যের পিতা বর্তমান থাকলে দাদা সম্পদ পাবে না । (পিতা

থেকে)।
দাদার দ্বিতীয় অবস্থা : মৃতের পুত্র / পুত্রের পুত্র থাকলে দাদা ছয় ভাগের এক অংশ পাবে।।
দাদার তৃতীয় অবস্থা : মৃত্যের পুত্র সন্তান না থাকলে বা পুত্রের পুত্র (এভাবে নিম্নের। দিকে) যদি শুধু কন্যা সন্তান থাকে তবে কন্যা সন্তানের সংগে দাদা ছয় ভাগের এক অংশের মালিক হবে। কন্যা বা পুত্রের কন্যাদের অংশ প্রদানের পর যা বাকী থাকবে তাও দাদা আসাবা হিসাবে পাবে।
দাদার চতুর্থ অবস্থা : যদি মৃত্যের কোন সন্তান বা সন্তানের সন্তান (এভাবে যত নিম্নে। হোক) না থাকে তবে দাদা আসাবা হিসাবে মৃত্যের সমস্ত সম্পদের মালিক হবে ।
দাদার পঞ্চম অবস্থা : দাদী পিতার সংগে বঞ্চিত হবে। কিন্তু দাদার সংগে ছয় ভাগের এক অংশ পাবে।
দাদার ৬ষ্ঠ অবস্থা : যদি মৃত ব্যক্তি মাতা, পিতা, স্বামী অথবা স্ত্রী রেখে মারা যায় তবে স্বামী বা স্ত্রীর অংশ দেয়ার পর মাতা অবশিষ্ট সম্পদের তিন ভাগের এক অংশ পাবে। এ স্থলে যদি দাদা মাতা, স্বামী/স্ত্রী থাকে তবে মাতা সমস্ত সম্পদের তিন ভাগের এক অংশ পাবে।
দাদার সপ্তম অবস্থা : সকল সহদর ও বৈমাত্রের ভাই বোন পিতার বর্তমানে বঞ্চিত হবে। ইমাম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহ্ আলাইহে এর মতে দাদার বর্তমানেও বাদ পরবে। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা ছাড়া অন্যান্যদের মতে তারা দাদার বর্তমানে সম্পদ পাবে।
(৩) বৈপিত্রেয় ভাই বোন : বৈপিত্রেয় ভাই বোন তিন অবস্থায় সম্পত্তি পায়।
প্রথম অবস্থা : শুধুমাত্র একজন হলে ছয় ভাগে এক ভাগ পাবে।
দ্বিতীয় অবস্থা : দুই বা ততোধিক হলে তিনভাগের এক ভাগ পাবে।
তৃতীয় অবস্থা : মৃত্যের সন্তান বা পুত্রের সন্তান (এভাবে যত নিম্নে হোক) মৃত্যের, পিতা দাদা জীবিত থাকা অবস্থায় বৈপিত্রেয় বৈমাত্রেয় সকল ভাইবোন বাদ পড়বে। বৈপিত্রেয় ভাই বোন সম্পদ বন্টনের সময় ভাইবোন সমান সমান অংশ পাবে।
(৪) স্বামী :
স্বামী দুই অবস্থায় স্ত্রীর সম্পত্তির মালিক হবে।
প্রথম অবস্থা : মৃতের সন্তান/ সন্তান এর সন্তান (এভাবে যত নিম্নে হোক) কেউ যদি না থাকে স্ত্রীর সম্পত্তিতে স্বামী দুই ভাগের এক অংশ পাবে।
দ্বিতীয় অবস্থা : যদি মৃতের সন্তান সন্ততি মৃতের পুত্রের / কন্যার সন্তান সন্ততি (এভাবে যদি নিম্নে হোক) থাকে তবে স্বামী সপত্তির চার ভাগের এক অংশ চার আনা পাবে
মহিলা ৮ জনের বিভিন্ন অবস্থায় সম্পদের মালিক হওয়ার বিস্তারিত বিবরণ :
(১) মৃতের স্ত্রী :
স্ত্রী দুই অবস্থায় স্বামীর সম্পদের উত্তরাধিকারী হয়।
স্ত্রীর প্রথম অবস্থা : মৃতের কোন সন্তান/বা তার পুত্রের সন্তান (এভাবে যত নিম্নে হোক) যদি কেউ না থাকে তবে স্ত্রী চার ভাগের এক অংশ পাবে। (এ ক্ষেত্রে অধিক স্ত্রী হইলে উক্ত নির্ধারিত অংশ সকলে সমান ভাগ করে নেবে)।
স্ত্রীর দ্বিতীয় অবস্থা : যদি মৃত ব্যক্তির সন্তান বা তার পুত্রের সন্তান (এভাবে যত নিম্নে হোক) কেউ থাকে তবে স্ত্রী সম্পদের আট ভাগের এক অংশ বা দুই আনা পাবে।
(পূর্ণঃ বন্টনের সময় স্বামী এবং স্ত্রী একে অপরের সম্পদের অংশীদার হয় না)।
(২) ঔরষ জাত কন্যাদের বিভিন্ন অবস্থা সমূহঃ
ঔরষ জাত কন্যাদের তিন অবস্থা :
প্রথম অবস্থা : কন্যা একজন হলে সমস্ত সম্পত্তির দুই ভাগের এক অংশ বা আট আনা পাবে।
দ্বিতীয় অবস্থা : কন্যা একাধিক হলে তিনভাগে দুই অংশ পাবে। (এ ক্ষেত্রে তিন। ভাগের দুই অংশ সবাই সমান ভাগ করে নেবে।)
তৃতীয় অবস্থা : যদি কন্যার সাথে পুত্র সন্তান থাকে তবে পুত্রের কারণে কন্যাগণ হকদার না হয়ে ওয়ারিশ বা আসাবা হিসাবে সম্পত্তি পাবে। (তখন প্রতি পুত্রের। অংশের অর্ধাংশ প্রতি কন্যা পাবে)।
(৩) পুত্রের কন্যা বা নাতীনদের ছয় অবস্থা :
প্রথম অবস্থা : মৃত ব্যক্তির ছেলে থাকলে পুত্রের কন্যাগণ বঞ্চিত হবে।
দ্বিতীয় অবস্থা : মৃত ব্যক্তির একাধিক কন্যা জীবিত থাকলে পুত্রের কন্যাগণ বঞ্চিত হবে।

তৃতীয় অবস্থা : যদি মৃত ব্যক্তির একটি মাত্র কন্যা থাকে তবে মৃতের পুত্রের কন্যাগণ ছয় ভাগের এক অংশ পাবে।
চতুর্থ অবস্থা : পুত্রের কন্যা একজন হলে দুই ভাগে এক অংশ বা আট আনা পারে। পঞ্চম অবস্থা : একের অধিক পুত্রের কন্যা হলে সকলে তিন ভাগের দুই অংশ পাবে। ষষ্ঠ অবস্থা : মৃত ব্যক্তির পুত্রের পুত্র বা তার পুত্র (এভাবে যত নিম্নে হোক)থাকলে পুত্রের কন্যাগণ পুত্রের সংগে আসাবা বা ওয়ারীশ হিসাবে সম্পত্তি পাবে। তখন প্রতি মেয়ে প্রতি ছেলের অংশের অর্ধেক পাবে।
(৪) সহোদারা ভগ্নিদের পাঁচ অবস্থা :
প্রথম অবস্থা : মৃত ব্যক্তির পুত্র সন্তান বা পুত্রের পুত্র (এভাবে নিম্ন) থাকলে এবং মৃত্যের পিতা, দাদা (এভাবে ঊর্ধে) থাকলে সকল সহদর ও বৈমাত্রেয় ভাই বোন বঞ্চিত হবে।
দ্বিতীয় অবস্থা : মৃত্যের কন্যা থাকলে সহোদরা বোন কন্যাদের অংশ প্রদানের পর বাকী সম্পত্তি আসাবা বা ওয়ারিশ হিসাবে পাবে।
তৃতীয় অবস্থা : মৃত্যের কোন সন্তান না থাকলে সহোদরা বোন একজন হলে দুই ভাগের এক অংশ পাবে।
চতুর্থ অবস্থা : মৃত্যের কোন সন্তান না থাকলে সহোদরা বোন একাধিক থাকলে সহোদরা বোনগণ তিন ভাগের দুই অংশ পাবে।
পঞ্চম অবস্থা : সহোদরা বোনদের সাথে সহোদরা ভাই থাকলে ভাইদের সংগে বোনগণ আসাবা হিসাবে সম্পত্তি পাবে। (এক্ষেত্রে প্রতি বোন ভাইয়ের অংশের অর্ধেক পাবে)।
(৫) বৈমাত্রের ভগ্নি :
বৈমাত্রেয় ভগ্নিদের অবস্থা সাতটি।
প্রথম অবস্থা : মৃত্যের পুত্র, পুত্রের পুত্র (এভাবে নিম্নে) এবং পিতা, দাদা (এভাবে ঊর্ধ্বে) থাকলে বৈমাত্রেয় বোনগণ বাদ পড়বে।
দ্বিতীয় অবস্থা : মৃত্যের সহোদর দুই ভগ্নি জীবিত থাকলে বৈমাত্রেয় ভগ্নি বঞ্চিত। হবে।
তৃতীয় অবস্থা : সহোদর ভগ্নি একজন হলে বৈমাত্রেয় ভগ্নিগণ ছয়ভাগের এক অংশ। পাবে।
চতুর্থ অবস্থা : মৃতের সহদর ভগ্নির অবর্তমানে বৈমাত্রেয় ভগ্নি একজন হলে বৈমাত্রেয় ভগ্নি দুই ভাগের এক অংশ পাবে।
পঞ্চম অবস্থা : মৃতের সহোদর ভগ্নির অবর্তমানে বৈমাত্রেয় ভগ্নি একাধিক হলে তিন ভাগের দুই অংশ পাবে।
ষষ্ঠ অবস্থা : মৃত্যের কন্যা অথবা পুত্রের কন্যা থাকলে বৈমাত্রেয় বোন আসাবা। হিসাবে সম্পত্তি পাবে।
সপ্তম অবস্থা : সহোদর দুই ভগ্নির বর্তমানে যদি বৈমাত্রেয় ভাই থাকে তবে ভাইয়ের সঙ্গে বোনগণ আসাবা হিসাবে সম্পত্তি
(৭) মাতাঃ
তিন অবস্থায় মৃতের সম্পত্তির মালিক হয়।
প্রথম অবস্থা : মৃতের পুত্র, পুত্রের পুত্র (এভাবে নিম্নে) অথবা দুই বা ততোধিক ভ্রাতা। ভণি (সহোদর, বৈমাত্রেয়) এসকলের যে কোন একটি থাকলে মাতা ছয় ভাগের এক অংশ পাবে।
দ্বিতীয় অবস্থা : এসবের কেউই যদি না থাকে, তবে মাতা সম্পূর্ণ সম্পত্তির তিন। ভাগের এক ভাগ পাবে।।
৩য় অবস্থা : মৃতের স্বামী/ স্ত্রী জীবিত থাকলে তাদের অংশ প্রদানের পর মাতা। অবশিষ্ট সম্পত্তির তিন ভাগের এক অংশ পাবে। এখানে দুটি শর্তঃ (১) পিতা, স্বামী স্ত্রী থাকলে মাতা স্বামী বা স্ত্রীর অংশ প্রদানের পর অবশিষ্ট অংশের তিন ভাগের। এক অংশ পাবে (২) যদি পিতার স্থলে দাদা থাকে তবে ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) এর মতে সম্পত্তির তিন ভাগের এক অংশ পাবে।
(৮) প্রকৃত দাদীদের অবস্থাসমূহ : (প্রকত দাদীর পরিচয় : যিনি নানার মধ্যস্থতায় দাদী বা নানী নয় তিনিই প্রকৃত দাদী। যেমন- বাপের মা, বাপের নানী, বাপের দাদী, দাদার মা, দাদার নানী ইত্যাদি।) প্রকৃত দাদীদের দুই অবস্থা ।
প্রথম অবস্থা : দাদীগণ মৃতের সম্পত্তির ছয় ভাগের এক অংশ পাবে।
দ্বিতীয় অবস্থা : দাদীগণ মৃতের পিতা, মাতা এদের কারণে বঞ্চিত হবে।
(খ) আসাবা বা মূল ওয়ারিশদের মধ্যে বন্টনের বিবরণ :
প্রথম আসাবা : (১) পুত্র, পুত্রের পুত্র (এভাবে নিম্নের দিকে) (২) পিতা, (৩) দাদা, দাদার দাদা এভাবে উধ্বে । (৪) মৃতব্যক্তির সহোদর ভাই বা তারপুত্র এভাবে নিম্নের। -" (৫) মৃতের বৈমাত্রেয় ভাই ও তারপুত্র এ এভাবে নিম্নে । (৬) সহোদর চাচাগণ বা। " পুত্রগণ (এভাবে নিম্ন)। (৭) বৈমাত্রেয় চাচাগণ এবং তাদের পুত্রগণ এভাবে নিম্ন ।

"কারনবশতঃ ওয়ারিশ : উপরের বর্ণিত কেউ না থাকলে মৃত ব্যক্তির যে। যে দাসতত হইতে মুক্তি দানকারী মনিব তার সন্তান বা তার পিতা এভাবে তার
ওয়ারিশগণ সম্পত্তির মালিক হবে।
(ঘ) জবিউল আরহাম : উপরে বর্ণিত মনিব বা তার ওয়ারিশ না থাকিলে জবিউল আরহাম বা মৃতের আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে সম্পত্তি বন্টন করতে হবে। যেমন
(১) মৃতের কন্যার সন্তানগণ (2) মৃতের পুত্রের কন্যার সন্তানগণ।(৩) মাতা, মাতার নানী, মাতার দাদী, নানার মা, নানার দাদী ইত্যাদি(৪) বোনদের সন্তান (৫) ভাইয়ের কন্যাগণ (৬) বৈপিত্রের ভাইদের পুত্র (৭) ফুফু (৮)বৈমাত্রেয় চাচা, ও তার সন্তানগণ (৯) মামাগণ (১০) খালাগণ।
উপরে উল্লেখিত কেউ না থাকলে মৃতের সম্পত্তি রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি বলে গণ
উত্তরাধিকারী স্বত্ব হতে চিরতরে বঞ্চিত হবার কারণ সমূহঃ
উত্তরাধীকার স্বত্ব হতে চিরতরে বঞ্চিত হবার কারণ ৪টি ।
(১) দাসত্ব (২) এমন হত্যাকাণ্ড যার বিচারে সাজা প্রাপ্ত হয়। (৩) ভিন্ন ধর্মালমবী হওয়া (অর্থাৎ মৃত ব্যক্তি এক ধর্মে, ওয়ারিশ অন্য ধর্মে) (৪) দেশ ভিন্ন হওয়া।
হিজড়া : যে নারীও নয় এবং পুরুষও নয়, তার মধ্যে যদি নারীত্বের লক্ষণ বেশি থাকে তবে সে নারী হিসাবে সম্পত্তি পাবে। তার যদি পুরুত্বের লক্ষণ বেশি দেখা যায় তবে সে পুরুষ এর পরিমাণ পাবে ।
গর্ভ সন্তানের উত্তরাধিকার স্বত্ব : গর্ভে অবস্থানের নিম্নতম সময় ছয় মাস, এবং উর্ধ্বতন সময় ২ বছর বা ২৪ মাস। গর্ভে অবস্থানকারী সন্তানের জন্য চার ছেলে অথবা ৪ মেয়ের অংশের সমান স্থগিত রেখে বাকী অংশ বন্টন করতে হবে। গর্ভ খালাস হওয়ার পর ছেলে মেয়ে বা সংখ্যা প্রমাণিত হলে যাদের অংশ স্থগিত রাখা। হয়েছে তাদের মধ্যে পূর্ণ বন্টন বা গ্রহণ করতে হবে। জন্মের সময় সন্তানের যদি প্রথমে মাথা বের হয় তার বুক পর্যন্ত বের হওয়ার পর যদি সে মৃত্যু বরণ কর তবে উক্ত সন্তান জীবিতদের মধ্যে গণ্য হবে এবং উত্তরাধিকারী হবে। আর যদি প্রথমে পা বের হয় তবে নাভি পর্যন্ত বের হয়ে মৃত্যু বরণ করে, তবে উক্ত সন্তানও জীবিতদের মধ্যে গণ্য হবে।
ধর্মত্যাগী : ধর্মত্যাগী ধর্মত্যাগের পূর্বে যা উপার্জন করেছে তা হতে তার উত্তরাধিকারীগণ পাবে। আর যা ধর্মত্যাগের পর উপার্জন করেছে তা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা হবে।
ধর্ম ত্যাগী কারো সম্পদের উত্তরাধিকারী হয় না। যদি একই। গোত্রের সবাই ধর্ম ত্যাগ করে তবে একে অপরের সম্পদ পাবে।
নিখোঁজ ব্যক্তিঃ নিখোঁজ ব্যক্তি নির্দিষ্ট সময় জন্মের দিন থেকে ১২০ বছর অতিবাহিত হওয়া পূর্ব পর্যন্ত সে তার সম্পদের মধ্যে জীবিত। তাই কেউ তার সম্পদের উত্তরাধিকারী হবে না। আর উক্ত সময় অতিক্রান্তে অপরের সম্পদে সে মৃত। তাই সে কারো সম্পদে উত্তরাধিকারী হবে না। এক সংগে ডুবে, অগ্নিদগ্ধ হয়ে বা আকস্মিক আঘাত জনিত কারণে অনেক লোক মৃত্যু বরণ করলে তাদের প্রত্যেকের সম্পদ নিজ নিজ ওয়ারিশগণের মধ্যে বন্টন করতে হবে। মৃতদের মধ্যে পরস্পর কেহ কারো ওয়ারিশ হবে না। ফারায়েজ অনুযায়ী সম্পত্তি ভাগ বাটোয়ারা করার সময় কোন কোন ক্ষেত্রে অংশ বেড়ে যেতে পারে। আবার এর বিপরীতও হতে পারে। সে ক্ষেত্রে আউল ও রদ-এর বিধি অনুযায়ী বন্টন করতে হবে।
আউল : (অংশ যখন কমে যায়)
আউলের প্রকৃত অর্থ ফিরিয়ে দেয়া।।
রদ : রদ হলো আউলের ঠিক বিপরীত, অর্থাৎ রদে নির্ধারিত অংশ বেড়ে যায় ।রদ এর অর্থ হলো পুনবন্টন করা।।
ধরা যাক ২৪০০০ টাকা নিম্নেক্তদের মধ্যে বন্টন করতে হবে।
সে ক্ষেত্রে আউল ও রদ-এর বিধি অনুযায়ী বন্টন করতে হবে।
রদ :
মাতা : ১/৬ বা ৪/২৪
স্ত্রী : ১/৮ বা ৩/২৪
কন্যা ১/২ বা ১২/২৪
(এখানে ২৪ হলো অর্থাৎ ল. সা. গু)। ৪০০০/- ৩০০০/- ১২০০০/মোট = (৪০০০/- + ৩০০০/- ১২০০০/-) = ১৯০০০/

বাকী = (২৪০০০ - ১৯০০০) = ৫০০০/রদ এর বেলায় স্ত্রী পাবে না। অর্থাৎ বেশী অংশের ভাগ পাবে না। স্বামীও অনুরূপ।
রদ :
মাতা : ১/৬
কন্যা : ১/২
মাতা ৪০০০/
১২৫০/- (রদ বাবদ)
৫২৫০/
কন্যা = ১৫৭৫০/- টাকা।
ফারায়েজ এর বিশেষ কিছু দিক :
* মৃত ব্যক্তির পিতা ১/৬ অংশ, মাতা ১/৬ অংশ, স্ত্রী ১/৮ অংশ ও বাকী সম্পত্তি পুত্র
কন্যারা পাবে।
* পুত্র যা পায় কন্যা পায় তার অর্ধেক।
১অংশ, মাতা অংশ পাবে এবং
* মৃত ব্যক্তির পুত্র না থাকলে স্ত্রী ১/৮ অংশ, কন্যা ১/২ অংশ, মাতা ১/৬ অংশ পাবে, বাকী অংশ পিতা পাবে। পিতা না থাকলে সেই অংশ ভাই বোনেরা পাবে।
* মৃত ব্যক্তির কোন সন্তান না থাকলে স্ত্রী ১/৪ অংশ পায় ।
* স্ত্রী একাধিক হলে উল্লেখিত অংশ সমান ভাবে ভাগ করে নেবে।
* মৃত ব্যক্তি স্ত্রীলোক হলে তার যদি সন্তান যাকে, তাহলে স্বামী ১/৪ অংশ পাবে।
নিঃসন্তান হলে স্বামী ১/২ অংশ পাবে।
* মৃত ব্যক্তির পুত্র-কন্যা থাকলে ভাই বোনেরা ওয়ারিশ হয় না। পুত্র কন্যা বা ভাই বোন থাকলে আত্নীয়রা ওয়ারিশ হয় না।
* উত্তরাধিকার দুই প্রকার। যথা- অংশীদার ও অবশিষ্টাংশধিকার । অংশীদার স্বীয় অংশ পাবার হকদার ।
অবশিষ্টাংশাধিকার- অংশীদারগণের অংশ দেবার পর যা অবশিষ্ট থাকে তা, অথবা অন্য অংশীদার না থাকলে সমস্ত সম্পত্তি পেয়ে থাকে। যথা-মৃত ব্যক্তির ভাই অংশীদার নয়, অবশিষ্টাংশাধিকার। মৃত ব্যক্তির স্ত্রী অংশীদার বটে কিন্তু " অবশিষ্টাংশাধিকার নয়।
* স্থান বিশেষ একই ব্যক্তি অংশীদার ও অবশিষ্টাংশাধিকার একসঙ্গে দুই প্রকারের হকদার হইতে পারে। যথা- মৃত ব্যক্তির পুত্র নেই কিন্তু কন্যা বা পৌত্রি আছে এই অবস্থায় মৃত ব্যক্তির পিতা অংশীদার ও অবশিষ্টাংশিদার হিসাবে দুইপ্রকারের হকদার হয়ে পড়ে। আবার পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র, দুহীতা, পৌত্রী প্রভৃতি না থাকলে অবশিষ্টাংশধিকার হিসাবে সমস্ত সম্পত্তির মালিক হয়। যদি পুত্র, পৌত্র থাকে তখন শুধু অংশীদার হয়। * ইসলামী আইনে নিম্ন লিখিত ছয়জন আত্মীয় কোন অবস্থাতেই মিরাছ থেকে বঞ্চিত হয় না। তারা হলেনঃ- ১। পিতা, ২। মাতা, ৩। পুত্র, ৪। কন্যা ৫। স্বামী ও ৬। স্ত্রী। এদের অবর্তমানে এদের উর্ধ্বক্রম বা নিম্নক্রম ব্যক্তিগণ এদের অংশ পায়। যেমন পিতার অবর্তমানে তার অংশ পিতামহ পায় ।
* ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন অনুযায়ী উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সম্পত্তি বন্টিত হওয়ার পূর্বে মৃত ব্যক্তির কোন পুত্র বা কন্যার মৃত্যুতে উত্তরাধিকারীদের মধ্যে
সম্পত্তি বন্টিত হওয়ার সময় ঐ পুত্র বা কন্যার সন্তানাদি যদি জীবিত থাকে, তাহলে ঐ মৃত পুত্র বা কন্যা বন্টনের সময় জীবিত থাকলে যে যেরূপ অংশ পেতো, তারাও। সমষ্টিগতভাবে ঠিক সেরূপ অংশ পাবে।
* ১৯৬১ সালের ১৫ জুলাইয়ের, পূর্ব পর্যন্ত ফরায়েজ এর সমস্ত হিসাব হানাফী। মাজহাব মত হবে।
* কোন নিরূদ্দেশ ব্যক্তিকে "মৃত" ধরতে হবে যদি তার বয়স ৯০ পূর্ণ হয়। এর আগে ঐ ব্যক্তিকে মৃত গণ্য করা যাবে না।
* মৃত ব্যক্তির সৎকার ও মৃত ব্যক্তির সকল দেনা পরিশোধের পরই তার বাকী সম্পত্তি ওয়ারিশদের মধ্যে বন্টিত হবে।।